. Model Activity task 2021(August)

Class 8 History(Part-5)

মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ২০২১ | আগস্ট

অষ্টম শ্রেণী | ইতিহাস | (পার্ট -৫)

১ ক স্তম্ভের সঙ্গে খ স্তম্ভ মিলিয়ে লেখ

ক স্তম্ভ		খ স্তম্ভ
1.1	আবয়াব	বেআইনি কর
1.2	সাহুকার	মহাজন'
1.3	দাদন	অগ্রিম অর্থ
1.4	রায়ত	কৃষক

২ সঠিক তথ্যদিয়ে নীচের ছকটি পূরন কর

বিদ্রোহ	এক জন নেতার নাম	কারন(যেকোন একটি)
নীল বিদ্রোহ	দিগম্বর বিশ্বাস	জোর করে চাষিদের দিয়ে নীল চাষ করানো ও চাষীদের নায্য দাম না দিয়ে নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে নীল বিদ্রোহ শুরু হয়
বারাসাত বিদ্রোহ	তীতুমীর বা মীর নিশার আলি	নারকেলবেড়িয়া অঞ্চলে স্থানীয় জমিদার, নীলকর ও ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আন্দোলোন শুরু হয়
সাওতাল বিদ্রোহ	সিধু	সাঁওতালদের এলাকায় জমিদার, বহিরাগত মহাজন অর্থাৎ দিকুরা অত্যাচার শুরু করে ও ইংরেজ

		কর্মচারিরা জোর করে রেললাইন তৈরির কাজে তাদের কম পারিশ্রমিকে নিযুক্ত করে অত্যাচার করত।
মুন্ডা বিদ্রোহ	বিরসা মুন্ডা	মুন্ডাদের জমি ধীরে ধীরে বহিরাগতদের হাতে চলে যায় এবং জমিদার, মহাজন, খ্রিস্টান মিশনারি ও ঔপনিবেশিক শাশকদের হাতে তাদের সংস্কৃতি বিনষ্ট হতে থাকে।

৩ সংক্ষেপে উত্তর(30-4০ টি শব্দে)

৩.১ পন্ডিতা রমাবাঈ কেন স্মরণীয়?

উঃ- উনিশ শতকে পশ্চিম ভারতে নারীশিক্ষায় বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন পণ্ডিতা রমাবাঈ। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে পণ্ডিতা রমাবাঈ সমস্ত সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে এক শুদ্রকে বিয়ে করেন। পরে বিধবা অবস্থায় নিজের মেয়েকে নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি ডাক্তারি পড়েন। বিধবাদের জন্য তিনি একটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৩.২ ইয়ং বেঙ্গল দলের দুটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর

উঃ- ডিরোজিও এবং তার অনুগামীদের দ্বারা পরিচালিত ইয়ং বেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ আন্দোলনের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ছিল-

ক)তাদের আন্দোলন ছিল শহর কেন্দ্রিক গ্রামের জনগনের সঙ্গে তাদের কোন সংযোগ ছিল না

খ) ব্রিটিশ শাসন ও শিক্ষার প্রতি তাদের অন্ধ সমর্থন ছিল।

৪ নীজের ভাষায় লেখ (120- 160 টি শব্দে)

সম্পদের বহির্গমন বলতে কি বোঝ?

উঃ- উপনিবেশ হিসাবে ভারতের সম্পদকে ব্রিটেনে নানা ভাবে স্থানান্তরিত করা হত। তার প্রতিদনে অবশ্য ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হত না । এইভাবে দেশের সম্পদ বিদেশে চালান করাকেই 'সম্পদের বহির্গমন বলে উল্লেখ করা হয়। সম্পদের এই বহির্গমন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য।ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বরাবরি কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটেনের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে কাজ করত। ফলে তাদের কাজের যাবতীয় উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্রিটেনের উন্নতির কাজে ব্যবহার করা, আর তার জন্য আবশ্যক ছিল ভারতের সম্পদ ও অর্থকে ব্রিটেনে স্তানান্তরিত করা।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এক ব্রিটিশ আধিকারিকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ভারত থেকে বছরে ২-৩ কোটি স্টার্লিং মুল্যের সম্পদ ব্রিটেনে যেত। যদিও ভারত তার বিনিময়ে সামান্য দামের কিছু যুদ্ধের সরঞ্জাম ছাড়া কিছুই পেত না। বাস্তবে ভারত সম্পদের বহির্গমণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন স্পঞ্জের মত কাজ করত। ভারত থেকে সম্পদ শুষে ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেওয়া হত।